রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারী ৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৮ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/০১ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ০৩-আইন/২০১৫। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর ধারা ৭৭ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পৌরসভা কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯২ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ-

উপরি-উক্ত বিধিমালার তফসিলের "হিসাব শাখা" শিরোনামাধীন অংশের——

(ক) ক্রমিক নং (১) এর উলিখিত "হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা" পদের বিপরীতে কলাম ৬ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"সরাসরি : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন ২য় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী। হিসাবরক্ষণ কাজে ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এস,এ,এ, ডিগ্রীধারীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

পদোন্নতি : হিসাবরক্ষক পদে ন্যূনতম ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।";

(খ) ক্রমিক নং (২) এবং উহার বিপরীতে কলাম ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
কে এম মোজাম্মেল হক
অতিরিক্ত সচিব

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারী ১৬, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ পৌষ ১৪১২/৮ জানুয়ারী ২০০৬

এস, আর, ও নং ০৪-আইন/২০০৬- Paourashava Ordinance, 1977 (Ord. No. XXVI of 1977) এর section 44 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পৌরসভার কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯২ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ-

উপরি-উক্ত বিধিমালার তফসিলের-

(ক) কলাম ২ এ উল্লিখিত পদবী "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী" এবং উহার বিপরীতে কলাম ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে কলাম ২ এ নিম্নরূপ পদবী এবং কলাম ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

২	৩	৪	৫	৬
"তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	শতকরা ১০০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	প্রযোজ্য নয়	১ম	নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ন্যূনতম ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।"

(খ) কলাম ২ এ উল্লিখিত পদবী "নির্বাহী প্রকৌশলী পুরকৌশল/যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক" এবং উহার বিপরীতে কলাম ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে কলাম ২ এ নিম্নরূপ পদবী এবং কলাম ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

২	৩	৪	৫	৬
"নির্বাহী প্রকৌশলী	শতকরা ১০০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	প্রযোজ্য নয়	১ম	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ন্যূনতম ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।"

(গ) কলাম ২ এ উল্লিখিত পদবী "সহকারী প্রকৌশলী(সিভিল)" এবং উহার বিপরীতে কলাম ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে কলাম ২ এ নিম্নরূপ পদবী এবং কলাম ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

২	৩	৪	৫	৬
"সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	দুই তৃতীয়াংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে এবং এক তৃতীয়াংশ পদোন্নতির মাধ্যমে	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরিঃ** পুর প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অথবা এএমআইইএও(পুর) পাশ হইতে হইবে। **পদোন্নতিঃ** উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে ন্যূনতম ৭ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা নক্সাকার হিসাবে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।"

(ঘ) কলাম ২ এ উল্লিখিত পদবী "শহর পরিকল্পনাবিদ" এবং উহার বিপরীতে কলাম ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে কলাম ২ এ নিম্নরূপ পদবী এবং কলাম ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

২	৩	৪	৫	৬
"শহর পরিকল্পনাবিদ	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংসহ টাউন প্ল্যানিং/ রিজিওন্যাল প্ল্যানিং-এ ডিপ্লোমা ডিগ্রীধারী হইতে হইবে। **অথবা** নগর পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী থাকিতে হইবে।";

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এইচ এম আবুল কাসেম
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মার্চ ৭, ১৯৯২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

শা-প্রজেই-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৯৮/ ৭ই মার্চ, ১৯৯২

এস, আর, ও নং-৫৩/আইন/৯১/ শা-প্রজেই-৩/ ১আর-৩/৯১/৪১-Paurashava Ordinance, 1977 (XXVI of 1977) এর **section 44** এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ।** (১) এই বিধিমালা পৌরসভার কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা পৌরসভার সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে তবে, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী ব্যতীত অন্যান্য বিধানাবলীর কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্তে বা ক্ষেত্রমত চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে উক্ত অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

মূল্য ঃ টাকা ১৫.০০

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "অধ্যাদেশ" বলিতে Paurashava Ordinance, 177 (XXVI of 1977) বুঝাইবে;

(খ) "অসদাচরণ" বলিতে চাকুরীর শৃংখলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন, আচরণকে বুঝাইবে, এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথাঃ-

(১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(২) কর্তব্যে অবহেলা;

(৩) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে পৌরসভার কোন আদেশ, পরিপত্র অথবা নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা ভিত্তিহীন অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশকরণ;

(গ) "নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই বিধিমালার অধীনে কোন নির্দিষ্ট কার্য নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ হিসাবে সরকার অথবা তৎকতৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং ক্ষেত্রমত, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধতন কর্তৃপক্ষও ইহার, অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঙ) "কর্মকর্তা" বলিতে পৌরসভার কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(চ) "কর্মচারী" বলিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মচারীকে বুঝাইবে, এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ছ) "ডিগ্রী" বা "ডিপ্লোমা" বা "সার্টিফিকেট" বলিতে ক্ষেত্রমত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইন্সটিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে;

(জ) "তফসিল" বলিতে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিলকে বুঝাইবে;

(ঝ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" বলিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে এবং ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে বুঝাইবে;

(ঞ) "পদ" বলিতে তফসিলে উল্লিখিত কোন পদকে বুঝাইবে;

(ট) "পলায়ন" বলিতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্মস্থল ত্যাগ করা, অথবা ষাট দিন বা তদুর্ধ সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদুর্ধ সময় পুনঃ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ এবং ত্রিশ দিন বা তদুর্ধ সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ সময় বিদেশে অবস্থান করাকে বুঝাইবে;

(ঠ) "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" বলিতে অধ্যাদেশের section 42 এর অধীন নিয়োজিত Chief Executive Officer কে বুঝাইবে;

(ড) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" বলিতে তফসিলে বর্ণিত কোন পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতাকে বুঝাইবে;

(ঢ) "বাছাই কমিটি" বলিতে বিধি-৫ এর অধীন গঠিত কোন বাছাই কমিটিকে বুঝাইবে;

(ণ) "স্বীকৃত ইন্সটিটিউট" বা "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান" বলিতে এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইন্সটিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(ত) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালকে বুঝাইবে এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থ) "স্বীকৃত বোর্ড" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে বুঝাইবে, এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য শিক্ষা বোর্ড বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। পৌরসভার শ্রেণীবিন্যাস ও পৌরসভা সার্ভিস গঠন।- (১) পৌরসভাসমূহ ইহাদের বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত তিন শ্রেণীতে শ্রেণীভূক্ত করিয়া গণ্য হইবে, যথাঃ-

ক) ৩ বৎসরের বাৎসরিক ন্যূনপক্ষে ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা হইতে (সরকারী অনুদান বা সাহায্য ব্যতীত) ২৫,০০,০০০.০০ (পচিঁশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত গড় আয়ের পৌরসভাসমূহ "গ" শ্রেণীর্ভূক্ত;

(খ) ৩ বৎসরের বাৎসরিক ন্যূনপক্ষে ২৫,০০,০০১.০০ টাকা হইতে ৬০,০০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত (সরকারী অনুদান বা সাহায্য ব্যতীত) গড় আয়ের পৌরসভাসমূহ 'খ' শ্রেণীভূক্ত;

(গ) ৩ বৎসরের বাৎসরিক ন্যূনপক্ষে ৬০,০০,০০১.০০ টাকা (সরকারি অনুদান বা সাহায্য ব্যাতীত) গড় আয়ের উর্ধ্বে এমন সব পৌরসভা সমূহ 'ক' শ্রেণীভুক্ত।

(২) কোন পৌরসভার আয় (সরকারী অনুদান বা সম্ভাব্য ব্যতীত) বৃদ্ধি পাইলে সরকার সরকারী গেজেট প্রকাশিত আদেশ দ্বারা ইহাকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করিতে পারিবে।

(৩) সরকার প্রত্যেক শ্রেণীর পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো (জনবল) নির্ধারণ করিবে যাহার ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত চার শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমম্বয়ে একটি পৌরসভা সার্ভিস গঠিত হইবেঃ-

(ক) সিনিয়র প্রশাসনিক এবং পেশাদারী পদসমূহ ১ম শ্রেণী কর্মকর্তা;

(খ) জুনিয়র প্রশাসনিক এবং পেশাদারী পদসমূহ ২য় শ্রেণী কর্মকর্তা;

(গ) দক্ষ, অদক্ষ কর্মচারী অফিস সহকারী এবং অদক্ষ কর্মচারীগণের তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্ব পালনকারী কর্মচারীগণ ৩য় শ্রেণী কর্মচারী; এবং

(ঘ) এম,এল,এস,এস, পিয়ন এবং তৎসম পর্যায়ের কর্মচারীগণ ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন শ্রেণীবিন্যাসকৃত, বিশেষ করিয়া, প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী কর্মকর্তার সহিত সরকারী চাকুরীতে শ্রেণীবিন্যাসকৃত প্রথম শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় শ্রেণী কর্মকর্তার কোন যোগসূত্র থাকিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪। **নিয়োগ পদ্ধতি**।- (১) এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরাসরি নিয়োগ;
(খ) পদোন্নতি;
(গ) প্রেষণে; এবং
(ঘ) খন্ডকালীন।

(২) কোন পদের জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকিলে, এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে নির্ধারিত বয়স-সীমার মধ্যে না হইলে, তাহাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে উক্ত বয়স-সীমা শিথিল করা যাইবে।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) সকল শূন্য পদে নিয়োগের পূর্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগের বাছাই কমিটি**।- (১) সকল কর্মকর্তার নিয়োগ নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমম্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হইতে হইবেঃ-

(ক) যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ --- আহবায়ক;
(খ) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা --- সদস্য;
(গ) উপ-সচিব (পৌর), স্থানীয় সরকার বিভাগ --- সদস্য;
(ঘ) সংশ্লিষ্ট পেশার একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা (প্রয়োজনবোধে আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত হইবেন); --- সদস্য;
(ঙ) সংশ্লিষ্ট শাখার সিনিয়র সরকারী সচিব/ সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ। --- সদস্য-সচিব।

(২) উপ-বিধি (১) এ গঠিত বাছাই কমিটি সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদের নিয়োগদান প্রদান করিবে।

(৩) সকল কর্মচারীর নিয়োগ নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হইতে হইবেঃ-
(ক) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ---- আহবায়ক;
(খ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত পৌরসভার একজন কমিশনার ---- সদস্য;
(গ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ---- সদস্য;
(ঘ) জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (সহকারী কমিশনারের নীচে নহে) ---- সদস্য;
(ঙ) সংশ্লিষ্ট পেশার একজন কর্মকর্তা (প্রয়োজনবোধে আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত হইবেন)। ---- সদস্য
(চ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সচিব ---- সদস্য-সচিব।

(৪) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সদস্য কমিশনার আহবায়কের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এ গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ এর উপর ভিত্তি করিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিয়োগপত্র প্রদান করিবেন।

৬। **সরাসরি নিয়োগদান**।- (১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগলাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন; অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না-

(ক) উক্ত পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ এর জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিকে পৌরসভা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যায়ন করেন;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, পৌরসভার চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করিয়া পূরণ করা হইবে এবং এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি ৫ অনুসারে গঠিত কমিটির সুপারিশ এর ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে।

(৫) কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অবসরজনিত, মৃত্যুজনিত বা অন্য যে কোন কারণে পদ শূন্য হইলে উহা স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করতঃ বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শূন্য পদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭। **শিক্ষানবিসি**।-(১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ৬ (ছয়) মাসের জন্য শিক্ষানবিস থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মেয়াদ অনূর্ধ ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং পৌরসভা বা ক্ষেত্রমত সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় (যদি থাকে) পাশ করেন এবং নির্ধারিত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৮। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।-(১) বিধি ১৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা বিবেচনাক্রমে নিয়োগদান করিবে।

(২) কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত (Service Record) সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৩) যে সকল পদে পদোন্নতি কিংবা টাইম স্কেল প্রদানের সুযোগ নাই সেই সকল পদে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর সন্তোষজনকভাবে চাকুরী করার পর কর্তৃপক্ষ একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার চাকুরী জীবনে মাত্র একবারই সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর করিতে পারিবে।

৯। **প্রেষণে নিয়োগ**।- (১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন পদে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন উপযুক্ত কর্মচারীকে পৌরসভায় সরকার বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরস্পরের মধ্যে স্থিরিকৃত শর্তাধীনে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) প্রেষণে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ-

(ক) পৌরসভা তাহার নিজস্ব তহবিল হইতে প্রেষণে নিযুক্ত ব্যক্তির বেতন, ভাতাদি, ভ্রমণ ভাতা এবং প্রাপ্য অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করিবে এবং প্রেষণে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তা বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারীকে ছুটিকালীন বেতন ও পেনশনের জন্য প্রয়োজনীয় চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করিবে;

(খ) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা বা কর্মচারী পৌরসভার উক্ত পদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করিবেন এবং উহার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং প্রেষণে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে তাহারা যথারীতি সরকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

১০। **খন্ডকালীন নিয়োগ**।- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, সরকার অথবা ক্ষেত্রমত পৌরসভা তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী তফসিলের ক্রমিক নং ২(১৭), ৮(২), ১২(১৭) এবং ১৭(৩) তে উল্লিখিত পদসমূহে খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োগ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বদলীর ক্ষেত্রে চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী

১১। **কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বদলী, যোগদান ও অন্যান্য**।- (১) জনস্বার্থে তথা পৌরসভার প্রশাসনিক স্বার্থে সরকার পৌরসভার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ হিসাবে পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে এক পৌরসভা হইতে অন্য পৌরসভায় বদলীর আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে এইরূপ বদলীর ক্ষেত্রে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেতন, মর্যাদা ও জ্যেষ্ঠতা অপরিবর্তিত থাকিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে বদলীপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মূল পদে যোগদানের তারিখ হইতে তাহার জ্যেষ্ঠতা বদলীকৃত স্থানে কর্তব্যরত কর্মচারীদের অনুরূপ পদে যোগদানের তুলনামূলক বিবরণী হইতে নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে, একই পদে বা কোন নূতন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া যাইবে, যথা ঃ-

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধি অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাধারণ ছুটির দিন গণনা করা হইবে না ।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে বদলীর ফলে বদলীকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার নূতন কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে হয় না সে ক্ষেত্রে নূতন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য একদিনের বেশী সময় দেওয়া হইবে না; এবং এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণ ছুটির দিনকেও উক্ত যোগদানের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হইবে ।

(৫) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃক উপ-বিধি (৩) ও (৪) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে ।

(৬) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলী হইলে তাহার পুরাতন চাকুরীস্থল হইতে অথবা যে স্থানে তিনি বদলীর আদেশ পাইয়াছেন সেই স্থান হইতে, যাহা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে ।

(৭) এই বিধির অধীনে এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে বদলীর ব্যাপারে কোন ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলী অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে সেই ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে ।

১২। **বেতন ও ভাতা** ।- সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হইবে ।

১৩। **প্রারম্ভিক বেতন** ।- (১) কোন পদে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্নস্তরই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন ।

(২) কোন ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে ।

(৩) সরকার ইহার কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলী জারী করে তদনুসারে পৌরসভার কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

(৪) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিধি ২ (গ) অনুসারে একই সংস্থার অন্যান্য বিভাগে বেতন-ক্রমের মান সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তফসিলে বর্ণিত পদগুলির ক্ষেত্রে বজায় রাখিবেন, তবে, কোন ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে প্রয়োজনবোধে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে ।

১৪। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন** ।- কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্নস্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে, তবে, উক্ত সর্বনিম্নস্তর অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত মূল বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয় সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে ।

১৫। **বেতন বর্ধন** ।-(১) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ সময়মত নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে ।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট আদেশে, সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসিকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য পৌরসভা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে এক সংগে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে। তবে, এই বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন বেতনক্রম দক্ষতাসীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতাসীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না, এইরূপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারি থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কাজকর্ম দক্ষতাসীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত ছিল।

১৬। **জ্যেষ্ঠতা**।- (১) একই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা ভিত্তিক সুপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে, যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পারিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) পৌরসভা ইহার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের গ্রেড-ওয়ারী জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণা-বেক্ষণ করিবে এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৬) The Government Servants (Seniority of Freedom Fighter) Rules, 1979 এবং বিধানসমূহ উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পৌরসভার কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৭) জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের বিষয়ে কোন জটিলতা দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলী বা নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে।

১৭। **পদোন্নতি**।-(১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৪) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতনক্রমের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা তথা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৫) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে, ব্যক্তিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্য নিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

(৬) তফসিলে বর্ণিত প্রার্থীর যোগ্যতার মাপকাঠি অনুযায়ী কোন প্রার্থীর কোন পদে নিয়োগ অথবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি না থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীর দক্ষতা, যোগ্যতা ও বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী (যদি থাকে) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বে অনুমোদনক্রমে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করিয়া উক্ত পদে নিয়োগের অথবা পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**।-(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পৌরসভা যদি মনে করে যে, উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পারদর্শিতা বা তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে পৌরসভা এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার পরস্পরের মধ্যে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে উক্ত সংস্থার কোন পদে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার জন্য উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা পৌরসভার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিলে পৌরসভা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না;
(খ) পৌরসভার চাকুরীতে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের মেয়াদান্তে অথবা উক্ত মেয়াদের পূর্বে ইহার অবসান ঘটিলে, তিনি পৌরসভার প্রত্যাবর্তন করিবেন;
(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা তাহার ভবিষ্য তহবিল বাবদ প্রাপ্য অর্থ, যদি থাকে, পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিরে।

(৪) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে, তিনি পৌরসভায় পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয়টি অন্যান্যদের সংগে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে পৌরসভায় প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে তাহার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পৌরসভা তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তাহা হইলে উপ-বিধি (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা উক্ত পদে তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে, প্রেষণে থাকাকালে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়াই next below rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে। তবে এইরূপ পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে থাকাকালে পদোন্নতি জনিত কোন আর্থিক সুবিধা পাইবেন কিনা তাহা পৌরসভা ও উক্ত সংস্থার পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইবে।

(৭) শৃংখলামূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃংখলামূলক কার্যক্রমের সূচনা করা হইয়াছে তাহা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা পৌরসভাকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচীত শৃংখলামূলক কার্য-ধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দন্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ পৌরসভার নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর কর্তৃপক্ষ যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ছুটি ইত্যাদি

১৯। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি** ।- (১) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরণের ছুটি পাইবেন, যথাঃ-

(ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি;
(খ) অর্ধ বেতনে ছুটি;
(গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি;
(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;
(ঙ) সংগরোধ ছুটি;
(চ) প্রসূতি ছুটি;
(ছ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং
(জ) নৈমিত্তিক ছুটি ।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে এবং এবং উহা সাধারণ বন্ধের দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে ।

(৩ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে ।

২০। **পূর্ণ বেতনে ছুটি** ।-(১) প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে; ডাক্তারী প্রত্যয়ন পত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে ।

২১। **অর্ধ-বেতনে ছুটি** ।-(১) প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্য দিবসের ১/১১ হারে অর্ধ-বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না ।

(২) ডাক্তারী প্রত্যয়নপত্র দাখিল সাপেক্ষে অর্ধ বেতনে দুই দিনের ছুটির পরিবর্তে একদিনের পূর্ণ বেতনে ছুটির হারে অর্ধ-বেতনের ছুটিকে পূর্ণ ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ রূপান্তরিত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে গড় বেতনের বার মাস ।

২২। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি** ।-(১) ডাক্তারী প্রত্যয়নপত্র দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত, এবং অন্য কোন কারণে, তিন মাস পর্যন্ত অর্ধ-বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে ।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি ভোগকৃত ছুটির সমান ছুটি পাইবার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না ।

২৩। **অসাধারণ ছুটি** ।- (১) যখন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী লিখিত-ভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে ।

(২) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথা ঃ-

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি পৌরসভায় চাকুরী করিবেন; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদানে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

২৪। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি**।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহার পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উক্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে; উক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং এইরূপ ছুটি কোনক্রমেই চব্বিশ মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সংগে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরণের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবার মঞ্জুরকৃত ছুটির পরিমাণ চব্বিশ মাসের অধিক হইবে না, এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিকের ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(ক) উপ-বিধি (৫) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম চার মাসের জন্য পূর্ণ বেতন; এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ-বেতন।

(৮) এই বিধির অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, তিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে, বা উহা পালনের পরিণতিতে, অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দূর্ঘটনা বশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা তিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকিবহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

২৫। **সংগরোধ ছুটি**।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় তবে সে সময়কালের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সেই সময়কাল হইবে সংগরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে অনুর্ধ একুশ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনুর্ধ ত্রিশ দিনের জন্য সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) সংগরোধের জন্য উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিধিমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সংগরোধ ছুটি অন্য যে কোন প্রকার ছুটির সংগে সংযুক্ত করিয়াও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সংগরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং যখন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২৬। **প্রসূতি ছুটি**।-(১) কোন মহিলা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে সর্বাধিক তিন মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য কোন ছুটির সহিত একত্রে বা উহা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) পৌরসভায় কোন মহিলা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সম্পূর্ণ জীবনে তাহাকে দুইবারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৭। **অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি**।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ছয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে এবং আরও ছয় মাস অর্ধ-বেতনে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি পাইবেন এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ অতিক্রম করার পরেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আটান্ন বৎসর বয়স-সীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একদিন পূর্বে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাইবেন।

২৮। **অধ্যয়ন ছুটি**।-(১) পৌরসভায় তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরী বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ-বেতনে অনধিক বার মাস অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে; এবং এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সে ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারেন।

(৩) পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ-বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে; তবে এইরূপ মঞ্জুরীকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৯। **নৈমিত্তিক ছুটি**।- সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

৩০। **ছুটির পদ্ধতি**।-(১) প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ছুটির হিসাব পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আরোপ সাপেক্ষে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অনূর্ধ ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমিত দিতে পারে।

(৫) অসুস্থতার কারণ ব্যতিরেকে অন্য যে কোন ছুটি পূর্বাহ্নে মঞ্জুরী ব্যতীত ভোগ করা যাইবে না।

(৬) ছুটি কালীন সময় কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অবস্থানের সঠিক ঠিকানা ছুটির আবেদন পত্রে বাধ্যতামূলকভাবে পরিষ্কার করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

৩১। **ছুটিকালীন বেতন**।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী পূর্ব-বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অর্ধ বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩২। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো**।- ছুটি ভোগরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য বিধি অনুযায়ী তিনি ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি

৩৩। **ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি**।- (১) পৌরসভার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে বা বদলী উপলক্ষে ভ্রমণের জন্য সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের ন্যায় একই হারে ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা ইত্যাদি পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাহার অধীনে কর্মরত কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা ইত্যাদি চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে এবং চেয়ারম্যান কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা ইত্যাদি মঞ্জুর করিবেন।

৩৪। **সম্মানী ইত্যাদি**।- (১) পৌরসভা উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা বা উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য নগদ অর্থ আকারে বা অন্যবিধভাবে সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে। তবে সম্মানী ভাতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ১,০০০ (এক হাজার) টাকার বেশী হইবে না এবং এই ধরণের সম্মানী প্রদান কোন অর্থ বৎসরে একাধিকবার হইবে না।

(২) এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত না হইলে উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন সম্মানী বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না।

৩৫। **দায়িত্ব ভাতা**।- কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহার মূল বেতনের শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উহা কোনক্রমেই ২০০ (দুইশত) টাকার উর্ধ্বে হইবে না।

৩৬। **উৎসব ভাতা**।- সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশ মোতাবেক পৌরসভার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৭। **চাকুরীর বৃত্তান্ত**।- (১) পৌরসভা প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্তসহ চাকুরীর বই (Service Book) পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) চাকুরী বহিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর নিয়োগ, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ, বেতনক্রম প্রারম্ভিক বেতন, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, ছুটি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৩) চাকুরী বহিতে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা এই মর্মে নিশ্চিত হইবেন এবং স্বাক্ষর করিবেন যে, সকল ঘটনা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ এবং স্বাক্ষরিত হইয়াছে; উহাতে কোন প্রকার ঘষামাজা অথবা লেখার মধ্যে উপরি-লিখন (overwriting) করা হয় নাই।

(৪) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি দেখিবার সময় উহাতে কোন বিষয় ত্রুটিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

(৬) প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর জন্য পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত নথি থাকিতে হইবে যাহাতে তাহার যাবতীয় যোগাযোগ পত্র অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সংরক্ষণ করা যাইবে।

৩৮। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।-(১) পৌরসভা ইহার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে পৌরসভা ইহার কোন নির্দিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে তলব করিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে উহার কৈফিয়ৎ প্রদান কিংবা তাহার নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

(৩) সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখিবেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উহাতে প্রতিস্বাক্ষর করিবেন চেয়ারম্যান। অন্যান্য সকল কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখিবেন সচিব এবং উহাতে প্রতিস্বাক্ষর করিবেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

(৪) পৌরসভা সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরীর বৃত্তান্ত বহি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার হেফাজতে সংরক্ষিত থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়
সাধারণ আচরণ ও শৃংখলা

৩৯। **আচরণ ও শৃংখলা**।-(৮) প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী,-

(ক) এই বিধিমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত পৌরসভা এর চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী-,

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যর্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উধর্ক্বতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দাঁয়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) পৌরসভার সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন দান বা উপহার গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত কোন খন্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পৌরসভার নিকট বা উহার চেয়ারম্যান বা কোন কমিশনারের নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন; কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে পৌরসভার চেয়ারম্যান, বা কমিশনার বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা অন্যবিধ প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) পৌরসভার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজে বা তাহার পোষ্যগণ স্বনামে কিংবা বেনামে পৌরসভার কোন প্রকার লাভজনক কাজে সম্পৃক্ত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার অফিসের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারী ব্যক্তির সরণাপন্ন হইবেন না।

(৭) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী পৌরসভার বিষয়াদি সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত সংবাদ পত্র বা অন্য কোন গণ-মাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৮) প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারী অভ্যাসগত ঋণ গ্রস্থতা পরিহার করিবেন।

৪০। **দন্ডের ভিত্তি**।-কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী-

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন, অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন, অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন, অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন, অথবা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দূর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসংগতভাবে দূর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথাঃ-

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন যাহা অর্জনের যৌক্তকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন, অথবা

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সংগে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন, অথবা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন, অথবা

(ছ) পৌরসভা বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কোন কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহায়তায় পৌরসভার ক্ষতি বা জাতীয় নিরাপত্তা হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা সমীচীন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দন্ড আরোপ করিতে পারেন ।

৪১। **দন্ডসমূহ** ।-(১) এই বিধির অধীনে নিম্নরূপ দন্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নরূপ লঘু দন্ড যথা ঃ
(অ) তিরস্কার;
(আ) দক্ষতা সীমা অতিক্রম স্থগিতকরণ;
(ই) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিত রাখা; বা
(ঈ) অনূর্ধ ৭ দিনের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ বেতন হইতে কর্তন ।

(খ) নিম্নরূপ গুরু দন্ড, যথা ঃ-
(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ;
(আ) কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সংঘঠিত পৌরসভার আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়-করণ; অথবা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান;
(ই) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং
(ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত ।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে নহে বরং চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতে পৌরসভার চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে ।

৪২। **ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি** ।- (১) বিধি ৪০ (ছ) এর অধীনে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ,-

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য কোন প্রকার ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন;
(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; এবং
(গ) উপ-বিধি (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পৌরসভা বা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সে ক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদান করা হইবে না ।

(২) এই বিধির অধীনে কোন কার্যধারায় তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে ।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে ।

৪৩। **লঘুদন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি** ।-(১) এই বিধিমালার অধীনে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষন করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দন্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ৎ, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ৎ পেশ না করিয়া থাকেন তবে, তাহাকে তিরস্কার ব্যতীত অন্য যে কোন লঘুদন্ড প্রদান করিতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন ।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা, প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিকতর তদন্ত সমাপ্ত করিবেন ।

(৩) অধিকতর তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ।

(৪) যেক্ষেত্রে বিধি ৪০ এর দফা (ক) বা (খ) বা (ঘ) এর অধীনে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করা হয়, এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার দন্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগদান করতঃ দন্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দন্ড আরোপ করিতে পারে । তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত তিরস্কারের দন্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করায় অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘুদন্ড আরোপ করা যাইবে; যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে তাহা হইলে উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘুদন্ড আরোপ করিতে হইবে ।

৪৪। **গুরুদন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি** ।-(১) যে ক্ষেত্রে কোন কমৃকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই বিধিমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদন্ড আরোপ করার প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ-

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অবহিত করিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারে।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (১) (খ) তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি প্রমাণসহ তাহার লিখিত বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে,-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদন্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করিয়া যে কোন একটি লঘু দন্ড আরোপ করিতে পারিবে, অথবা লঘুদন্ড আরোপের উদ্দেশ্যে বিধি ৪৩ এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত বিধিতে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে;

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদন্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে দশটি কার্য দিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষে তদন্ত কমিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তের আদেশদানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং বিধি ৪৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, তাহারা বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগ এর উপর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-বিধি (৫) মোতাবেক গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দন্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই বিধির তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন উক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তিসংগত কারণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হইতে হইবে।

(৯) এইরূপ সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে

৪৫। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী**।-(১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া, উক্ত শুনানী মুলতবী রাখিবেন।

(২) এই বিধির অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ স্বীকার করেন নাই সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য, শুনানীও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উক্ত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলী স্বাক্ষ্য বিবেচনা করা হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের স্বাক্ষীগণকে জেরা করার এবং তিনি নিজে স্বাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য কোন স্বাক্ষীকে তলব করার অধিকারী হইবেন। অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উত্থাপনকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার তদন্তকৃত স্বাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানে নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন নির্দিষ্ট স্বাক্ষীকে তলব করিতে বা কোন নির্দিষ্ট স্বাক্ষ্য তলব করিতে বা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগ ও উহার সমর্থনে অন্যান্য সকল বিষয় তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিতেছেন বা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিবেন, এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ উক্ত কর্মকর্তার কর্তৃত্বের প্রতি অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বিধি ৪০ (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্য-ধারা সূচনা করিতে পারে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, তবে তিনি শাস্তি বা অন্য কিছু, সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে এই বিধিমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই বিধিতে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীনে নিযুক্ত কমিটির কোন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৬। **সাময়িক বরখাস্ত**।- (১) বিধি ৪০ বা ৪১ এর অধীনে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরুদন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রতি চাকুরী হইতে আরোপিত বরখাস্ত বা অপসারণের আদেশে কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পরিস্থিতির বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে অধিকতর তদন্তকার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে, অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৪) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ (কারাগারে সোপর্দ, অর্থে 'হেফাজতে' Custody) রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই বিধিমালার অধীন সূচীত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৭। **পুনর্বহাল**।-(১) যদি বিধি ৪২ (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদা আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পুনর্বহালের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (Bangladesh Service Rules) প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। **ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে আবশ্যক কর্মকর্তা বা কর্মচারী**।-ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে মামলা পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতি-কালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা উক্ত সোপর্দ থাকাকালীন অন্যান্য ভাতাদি (খোরাকী ভাতা ব্যতীত) পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি উক্ত ঋণ বা অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির পর সমন্বয় করা হইবে। তিনি অভিযোগ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে উক্ত দন্ড তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্মব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে; এবং উক্তরূপে প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ সেই মর্মে নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৪৯। **আাদেশের বিরুদ্ধে আপীল**।- (১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার চাকুরীর শর্ত সংক্রান্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হইলে তিনি নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন, যথা ঃ-

(ক) বিরোধীয় আদেশটি পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হইলে, চেয়ারম্যান বা প্রশাসকের নিকট; এবং

(খ) বিরোধীয় আদেশটি চেয়ারম্যান বা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে সরকারের নিকট।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথা ঃ-

(ক) এই বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কি না, না হইয়া থাকলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কি না;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সংগত কি না; এবং

(গ) আরোপিত দন্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কি না।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর আপীল কর্তৃপক্ষ যে আদেশদান করার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, যেই আদেশ প্রদান করিবে সেই আদেশই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) আপীল দরখাস্তে আপীলের কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দরখাস্তের সহিত প্রাসংগিক কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে।

৫০। **আপীল দরখাস্ত দলিলের সময়সীমা**।- যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দরখাস্ত দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপীল দরখাস্ত দাখিল না করিলে উক্ত দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপীল কর্তৃপক্ষ উক্ত তিন মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কোন আপীল দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন ।

৫১। **আদালতে বিচারাধীন কর্মধারা** ।- (১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর কোন দন্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিস্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দন্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে এই বিধিমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কি না নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) এই বিধির অধীনে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ দন্ড প্রদান করিতে পারে এবং এইরূপ দন্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য ঐ কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর কোন দন্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান প্রশাসনকে অথবা চেয়ারম্যান/ প্রশাসক নিজেই কর্তৃপক্ষ হইলে, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
অবসর গ্রহণ, চাকুরী অবসান, ইত্যাদি

৫২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ** ।- কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবসর গ্রহণ ও পূনর্নিয়োগের ব্যাপারে Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। **চাকুরীর অবসান, চাকুরী হইতে অপসারণ, ইত্যাদি** ।- (১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং এইরূপ চাকুরী অবসানের কারণে শিক্ষানবিশ কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবে না।

(২) এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়াই কোন কর্মচারীকে নব্বই দিনের নোটিশ দান করিয়া অথবা নব্বই দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

৫৪। **ইস্তফাদান ইত্যাদি** ।- (১) কান কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি পৌরসভাকে তাহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি পৌরসভাকে তাহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি পৌরসভার চাকুরীতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারে।

৫৫। **ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক**।- কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক সংক্রান্ত সকল বিষয় পৌরসভা কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮ অনুসারে পরিচালিত হইবে।

নবম অধ্যায় বিবিধ

৫৬। **অসুবিধা দূরীকরণ**।- যে ক্ষেত্রে এই বিধিমালার কোন বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের বিধান আছে, কিন্তু উহা প্রয়োগ বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয়, সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ের প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

৫৭। **রহিতকরণ, ইত্যাদি**।-(১) পৌরসভার কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে-

(ক) Local Councils Service Rules, 1968;

(খ) Local Conucils Servants (Efficiency and Discipline) Rules, 1968;

(গ) Local Councils and Municipal Committees Servants (Retirement) Rules, 1968;

(ঘ) Local Councils Servants (Leave) Rules, 1968 এর প্রয়োগ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় রহিত উক্ত রুলস্ সমূহের অধীনে কোন বিষয় নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা এই বিধিমালার বিধানানুসারে নিষ্পত্তি করা হইবে এবং উহার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

তফসিল

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স-সীমা	পদের শ্রেণী	নিয়োগের যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা	প্রেষণে		১ম	সরকার কর্তৃক প্রেষণে
২	প্রশাসন বিভাগঃ				
	(১) সচিব 'ক' শ্রেণী টাঃ ১৬৫০-৩০২০, ৫ বৎসরের সন্তোষ-জনক চাকুরীর পর টাঃ ২৪০০-৩৬০০	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	সর্বোচ্চ ৩৫ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ প্রশাসনিক কাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। **পদোন্নতি ঃ** 'খ' শ্রেণীর পৌরসভার সচিব হিসাবে অথবা 'ক' শ্রেণীর পৌরসভা প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষ-জনক হইতে হইবে।
	(২) সচিব 'খ' শ্রেণী টাকা ১০০০-২২৪০	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	সর্বোচ্চ ৩০ বৎসর	২য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ প্রশাসনিক কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার সচিব হিসাবে অথবা 'খ' শ্রেণীর প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৩) সচিব 'গ' শ্রেণী টাঃ ৯০০-২০৭৫	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	২য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী প্রশাসনিক কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** 'খ' শ্রেণীর পৌরসভার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার সাঁট-লিপিকার হিসাবে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা 'ক', 'খ' এবং 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার প্রধান সহকারী হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে। **বিঃ দ্রঃ ঃ** পদোন্নতির বিষয় বিবেচনার সময় ফীডার পদে কোন কর্মচারী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত পদ পূরণের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।
৩	৩ (৪) প্রশাসনিক কর্মকর্তা 'ক' শ্রেণী টাঃ ৯০০-২০৭৫সর্বোচ্চ	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	সর্বোচ্চ ৩০ বৎসর	২য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী। প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। **পদোন্নতি ঃ** 'খ' শ্রেণীর প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৫) প্রশাসনিক কর্মকর্তা 'খ' শ্রেণী টাঃ ৮৫০-১৭০০/-	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	সর্বোচ্চ ৩০ বৎসর	২য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী। প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞতা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। **পদোন্নতি ঃ** 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার সাঁট-লিপিকার হিসাবে ৪ বৎসর অথবা 'ক', 'খ' এবং 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার প্রধান সহকারী হিসাবে ৫ বৎসর অথবা 'ক' এবং 'খ' শ্রেণীর পৌরসভার উচ্চমান সহকারী হিসাবে ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত, সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৫) এষ্টেট অফিসার টাঃ ৮৫০-১৭০০	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	সর্বোচ্চ ৩০ বৎসর	২য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক শ্রেণীসহ সার্ভে ও সেটেলমেন্টে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। **পদোন্নতি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে রাজস্ব বিভাগে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
৪	(৬) প্রধান সহকারী টাঃ ৮০০-১৬৩০	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	সর্বোচ্চ ৩২ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী। সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে সহকারী পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
					পদোন্নতিঃ উচ্চমান সহকারী/ষ্টোর-কীপার পদে ন্যূনতম ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
৫	(৭) উচ্চমান সহকারী টাঃ ৭৫০-১৫৫০/-	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী। সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** নিম্নমান সহকারী অথবা নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৮) নিম্নমান সহকারী-কাম মুদ্রাক্ষরিক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ বাংলায় ৩০ এবং ইংরেজীতে ৪০ শব্দের গতি থাকিতে হইবে। পৌরসভায় কর্মরত ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম-চারীদের ক্ষেত্রে বয়স সীমা শিথিলযোগ্য তবে এই পদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে।
	(৯) সাঁট-লিপিকার টাঃ ৮৫০-১৭০০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ অথবা সমমানের যোগ্যতাসহ ইংরেজীতে দ্রুত লিপি প্রতি মিনিটে ১০০ শব্দ এবং টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে ৫০ শব্দের গতি থাকিতে হইবে। বাংলায় দ্রুত লিপি প্রতি মিনিটে ন্যূনতম ৭০ শব্দ এবং টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দের গতি থাকিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
					পদোন্নতি ঃ সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক/মুদ্রাক্ষরিক-এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে শর্টহ্যান্ডে ইংরেজীতে প্রতি মিনিটে ন্যূনতম ১০০ শব্দ এবং বাংলায় প্রতি মিনিটে ন্যূনতম ৭০ শব্দের গতি থাকিতে হইবে। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(১০) সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক টাঃ ৮০০-১৬৩০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগ	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস অথবা সমমানের যোগ্যতাসহ ইংরেজী দ্রুতলিপিতে প্রতি মিনিটে ১০০ শব্দের গতি এবং মুদ্রাক্ষরিকে ৫০ শব্দের গতি থাকিতে হইবে। বাংলায় দ্রুতলিপিতে প্রতি মিনিটে ন্যূনতম ৭০ শব্দের গতি এবং মুদ্রা-ক্ষরিকে ৫০ শব্দের গতি থাকিতে হইবে।
	(১১) ষ্টোর কীপার টাঃ ৭৫০-১৫৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগ	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্নাতক ডিগ্রীসহ ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	(১২) ট্রাক চালক/গাড়ী চালক/ ট্রাক্টর/রোলার চালক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগ	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** দশম শ্রেণী পাস। ভারী যান বাহন চালনায় বৈধ লাইসেন্সধারী হইতে হইবে এবং ২য় বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(১৩) ফটোকপি/ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর টাঃ ৬০০-১১১০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগ	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** দশম শ্রেণী পাস। মেশিন চালনায় বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	(১৪) এম,এল,এস,এস টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগ	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** অষ্টম শ্রেণী পাস।
	(১৫) দারোয়ান টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগ	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** অষ্টম শ্রেণী পাস এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হইতে হইবে।
	(১৬) নৈশ প্রহরী টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগ	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** অষ্টম শ্রেণী পাস এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হইতে হইবে।
	(১৭) মালী টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগ	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** অষ্টম শ্রেণী পাস। বাগানের কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	হিসাব শাখা				
	(১) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা টাঃ ১৩৫০-২৭৫০	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। হিসাবরক্ষণ কাজে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এস,এ,এস ডিগ্রীধারী-দের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। **পদোন্নতিঃ** প্রধান হিসাবরক্ষণ পদে ন্যূনতম ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(২) প্রধান হিসাব রক্ষক টাঃ ১০০০-২২৮০	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	২য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে ২য় শ্রণীতে স্নাতক ডিগ্রী। হিসাবরক্ষণ কাজে ন্যূনতম ২ বৎসরের অভি-জ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** হিসাব রক্ষক পদে ৫ বৎসরের অথবা সহকারী হিসাবরক্ষক পদে ৭ বৎসরের অথবা কোষাধ্যক্ষ পদে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৩) হিসাব রক্ষক টাঃ ৮৫০-১৭০০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। হিসাব রক্ষণ কাজে ন্যূনতম ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। পদোন্নতি ঃ সহকারী হিসাব রক্ষক বা কোষাধ্যক্ষ হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং সন্তোষজনক চাকুরী। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৪) সহকারী হিসাব রক্ষক টাঃ ৮০০-১৬৩০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
					পদোন্নতি ঃ হিসাব সহকারী পদে ন্যূনতম ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	৫) হিসাব সহকারী টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমমানের পরীক্ষা পাস।
	(৬) ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ টাঃ ৮০০-১৬৩০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	এ্যাসেসমেন্ট শাখা (১) চীফ এ্যাসেসর টাঃ ১৩৫০-২৭৫০	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রী। কর নির্ধারণ কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** এ্যাসেসর পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(২) এ্যাসেসর টাঃ ৮৫০-১৭০০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রী।

১	২	৩	৪	৫	৬
					পদোন্নতি ঃ সহকারী এ্যাসেসর হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৩) সহকারী এ্যাসেসর টাঃ ৭৫০-১৫৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী।
	কর আদায় শাখা (১) প্রধান কর আদায়কারী টাঃ ১৩৫০-২৭৫০/-	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী। ২ বৎসরের কর আদায় কার্যে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** কর আদায়কারী কিংবা প্রধান লাইসেন্স পরিদর্শক হিসাবে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(২) কর আদায়কারী 'ক' শ্রেণী টাঃ ১০০০-২২৮০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী। কর আদায় কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** সহকারী কর আদায় কারী/লাইসেন্স পরিদর্শক হিসাবে ৫ বৎসরের অথবা বাজার পরিদর্শক হিসাবে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	২ (ক) কর আদায়কারী 'খ' ও 'গ' শ্রেণী টাঃ ৮০০-১৬৩০/-	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী। কর আদায় কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** সহকারী কর আদায়কারী/লাইসেন্স পরিদর্শক হিসাবে ৫ বৎসর অথবা বাজার পরিদর্শক হিসাবে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৩) সহকারী কর আদায়কারী টাঃ ৭৫০-১৫৫০/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী।
	লাইসেন্স শাখা (১) লাইসেন্স কর্মকর্তা টাঃ ১৩৫০-২৭৫০/-	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী। ঐ পদে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** কর আদায়কারী অথবা প্রধান লাইসেন্স পরিদর্শক হিসাবে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(২) প্রধান লাইসেন্স পরিদর্শক টাঃ ১০০০-২২৮০/-	শতকরা ২৫ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৭৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী। অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** লাইসেন্স পরিদর্শক/সহকারী কর আদায়কারী হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৩) লাইসেন্স পরিদর্শক টাঃ ৭৫০-১৫৫০/-	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী। **পদোন্নতি ঃ** সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক/ আদায়কারী (বাজার) হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৪) সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক টাঃ ৭০০-১৪১৫/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাস অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা।
	পৌর বাজার শাখা (১) বাজার পরিদর্শক টাঃ ৮০০-১৬৩০/-	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী । অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** আদায়কারী/সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(২) আদায়কারী টাঃ ৭০০-১৪১৫/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষাবোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ।
	শিক্ষা ও সংস্কৃতি/ পাঠাগার শাখা				
	(১) শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মকর্তা টাঃ ১৩৫০-২৭৫০/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ২য় শ্রেণীর স্নাতককোত্তর ডিগ্রী । এম ই,ডি অথবা বিইডিসহ ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।
	(২) লাইব্রেরীয়ান টাঃ ৮০০-১৬৩০/-	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক এবং লাইব্রেরী সাইন্স ডিপ্লোমা । ন্যূনতম ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে । **পদোন্নতি ঃ** সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে ন্যূনতম ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে ।
	(৩) সহকারী লাইব্রেরীয়ান টাঃ ৭০০-১৪১৫/-	শতকরা ১০০ ভাগ নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী । গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাধারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬
	প্রাথমিক বিদ্যালয়/এবতেদায়ী মদ্রাসা				
	(১) প্রধান শিক্ষক টাঃ ৭৫০-১৫৫০/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** বি,এড ডিগ্রীসহ স্নাতক কিংবা পি,টি,আইসহ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস। শিক্ষকতা কার্যে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(২) (ক) শিক্ষক টাঃ ৭০০-১৪১৫/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্নাতক বিএড/উচ্চ মাধ্যমিক পিটিআই শিক্ষাগত যোগ্যতা। শিক্ষকতা কার্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(২) (খ) শিক্ষক টাঃ ৬৫০-১২৮০/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্নাতক।
	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়				
	(১) (ক) প্রধান শিক্ষক টাঃ ১৩৫০-২৭৫০/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী। শিক্ষকতা কার্যে ১০ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(১) সহকারী প্রধান শিক্ষক টাঃ ১০০০-২২৮০/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	২য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ বি এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষকতা কার্যে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(২) শিক্ষক টাঃ ৭৫০-১৫৫০/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। শিক্ষকতা কার্যে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৩) শিক্ষক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্নাতক ডিগ্রী। শিক্ষকতা কার্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৪) শিক্ষক টাঃ ৬৫০-১২৮০/-	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্নাতক। শিক্ষকতা কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৫) শিক্ষক টাঃ ৬০০-১১১০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। শিক্ষকতা কার্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৬) অন্যান্য কর্মচারী (ক) করণিক কাম-মুদ্রারক্ষরিক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ বাংলায় ৩০ এবং ইংরেজীতে ৪০ শব্দের মুদ্রাক্ষরিক গতি থাকিতে হইবে। পৌরসভায় কর্মরত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বয়স-সীমা শিথিলযোগ্য।
	(৬) অন্যান্য কর্মচারী (ক) করণিক কাম-মুদ্রারক্ষরিক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	
	(খ) দারোয়ান টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(গ) পিয়ন টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হইতে হইবে।
	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ **দাখিল মাদ্রাসা**				
	(১) প্রধান শিক্ষক টাঃ ১৬৫০-৩০২০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ এমএড। শিক্ষকতা কার্যে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(২) সহকারী প্রধান শিক্ষক টাঃ ১৫০-৭৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রীসহ বি এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। শিক্ষকতা কার্যে ১০ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৩) শিক্ষক টাঃ ১০০০-২২৮০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ বি এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। শিক্ষকতা কার্যে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৪) শিক্ষক টাঃ ৯০০-২০৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্নাতক ডিগ্রীসহ বি এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। শিক্ষকতা কার্যে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৫) শিক্ষক টাঃ ৮৫০-১৬৩০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্নাতক ডিগ্রীসহ বি এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত । শিক্ষকতা কার্যে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।
	প্রকৌশল বিভাগ				
	(১) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী টাঃ ৪২০০-৫২৫০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে ।	৪২ বৎসরের উর্ধে নয়	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল/যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক প্রকৌশল স্নাতক ডিগ্রীসহ এম.এস.আই.ই-তে সেকশন এ এবং বি পাশ হইতে হইবে । সরকারী/আধা সরকারী বা সায়ত্ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে ন্যূনতম ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে । **পদোন্নতি ঃ** নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ন্যূনতম ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে ।
	পুর/বিদ্যুৎ/যান্ত্রিক [শাখা] (২) নির্বাহী প্রকৌশলী পুর-কৌশল/যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক টাঃ ২৮০০-৪৪২৫	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুরকৌশল/বিদ্যুৎ/যান্ত্রিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী অথবা ইহার সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে । বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬
					পদোন্নতিঃ সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ সন্তোষজনক চাকুরী হইতে হইবে। সরকারী অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৩) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) টাঃ ১৬৫০-৩০২০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** প্রকৌশলী স্নাতক ডিগ্রী অথবা এ, এম, আই, ই এ ও (পুর/যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ) সেকসান পাশ হইতে হইবে। **পদোন্নতি ঃ** উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে ন্যূনতম ৭ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা নক্সাকার হিসাবে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষ-জনক হইতে হইবে।
	(৪) উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর/বিদ্যুৎ/যান্ত্রিক) টাঃ ১০০০-২২৮০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** পুর/বিদ্যুৎ/যান্ত্রিক প্রকৌশলে ডিপ্লোমা অথবা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে। **পদোন্নতি ঃ** নক্সাকার/সার্ভেয়ার/সাব ওভারশিয়ার পদে কম পক্ষে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষ-জনক হইতে হইবে।
	(৫) নক্সাকার টাঃ ১০০০-২২৮০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** ডিপ্লোমা কোর্সের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
					সার্টিফিকেট হোল্ডারঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্টিফিকেট হোল্ডারদের ৯০০-৬৫-১৫৫০-ইবি-৭৫-২০৭৫ স্কেল প্রদান করা হইবে । **পদোন্নতি ঃ** সার্ভেয়ার ও সাব-ওভারশিয়ার পদে ন্যূনতম ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা । চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে ।
	(৬) সার্ভেয়ার/সাব-ওভারশিয়ার টাঃ ৭৫০-১৫৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সার্ভেয়ারশীপ অথবা সাব-ওভারশীপ অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে । বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।
	(৭) ট্রেসার টাঃ ৭৫০-১৫৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ট্রেসারশীপ অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে ।
	(৮) কার্য সহকারী টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে ।
	(৯) সড়ক বাতি পরিদর্শক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(১০) মেকানিক টাঃ ৭৫০-১৫৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বোর্ডের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাস ও যান্ত্রিক ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	(১১) বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সংশ্লিষ্ট কোর্সে বি-সেকশন লাইসেন্সধারী হইতে হইবে।
	(১২) লাইনম্যান টাঃ ৬০০-১২৮০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে বৈদ্যুতিক সংযোগ কাজে প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র প্রাপ্ত। অবশ্যই বি-শ্রেণীর বৈদ্যুতিক ওয়ার্ক পারমিট থাকিতে হইবে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস হইতে হইবে।
	(১৩) চেইনম্যান টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অনূর্ধ ৩২ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ৮ম শ্রেণী পাস।
	(১৪) বিদ্যুৎ হেলপার টাঃ ৬০০-১১১০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	অনূর্ধ ৩২ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ৮ম শ্রেণী পাস।
	(১৫) ডুপ্লিকেটিং/ফটোকপি মেশিন চালক টাঃ ৬০০-১১১০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** ১০ম শ্রেণী পাশ হইতে হইবে। মেশিন চালনায় বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	(১৬) গাড়ী/জীপ চালক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** ১০ম শ্রেণী পাশ হইতে হইবে। ভারী যানবাহন চালনায় বৈধ লাইসেন্সধারী এবং দুই বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(১৭) মিক্সার মেশিন চালক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরিঃ** ৮ম শ্রেণী পাশ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	(১৮) রোড রোলার চালক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** ৮ম শ্রেণী পাশসহ যানবাহন চালকের বৈধ লাইসেন্স এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	(১৯) ট্রাক/ট্রাক্টর চালক টাঃ ৭৫০-১৫৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** ঐ
	(২০) ট্রাক হেলপার টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।
	পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিস্কাশন শাখা				
	(১) তত্ত্বাবধায়ক (সহকারী প্রকৌশলী) টাঃ ১৬৫০-৩০২০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অথবা এ,এম,আই, ইতে এ ও (পুর/যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ) সেকশন পাশ হইতে হইবে।
	(২) বিলক্লাক টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমমানের পাশ হইতে হইবে।
	(৩) মিস্ত্রী টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** ৮ম শ্রেণী পাশ। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। সার্টিফিকেটধারীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৪) পাম্প চালক/ বাল্ব অপারেটর টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরিঃ** ৮ম শ্রেণী পাস। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। সার্টিফিকেটধারীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৫) পাইপ লাইন মেকানিক টাঃ ৬৫০-১২৮০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** ৮ম শ্রেণী পাশ। পাম্প চালনা ও পানি সরবরাহের কাজে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	(৬) নলকুপ মিস্ত্রী টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** ৮ম শ্রেণী পাশ। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	বস্তি উন্নয়ন ঃ (১) বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা টাঃ ১৩৫০-২৭৫০।	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমাজ-বিজ্ঞানে স্নাতোকত্তর ডিগ্রী। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **পদোন্নতি ঃ** কম্যুনিটি কর্মী হিসাবে ৭ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা 'খ' শ্রেণীর পৌরসভার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(২) গবেষণা কর্মকর্তা টাঃ ১৩৫০-২৭৫০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিসংখ্যান/সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৩) কম্যুনিটি কর্মী টাঃ ৮৫০-১৭০০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী । সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।
	শহর পরিকল্পনা ঃ (১) শহর পরিকল্পনাবিদ টাঃ ১৬৫০-৩০২০ ।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** বি,এস,সি ইঞ্জিনিয়ারিংসহ টাউন প্লানিং/রিজিওন্যাল প্লানিং-এ ডিপ্লোমা ডিগ্রীধারী হইতে হইবে । বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।
	(২) সমাজ বিজ্ঞানী টাঃ ১০০০-২২৮০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর		**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমাজ বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রীধারী হইতে হইবে ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্ন বিভাগ ঃ (১) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা টাঃ ২৪০০-৩২২০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির নিয়োগের মাধ্যমে ।	অনূর্ধ ৩২ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** ডিপ্লোমা-ইন-পাবলিক হেলথসহ এম,বি,বি,এস এবং স্বাস্থ্য পরিদপ্তর কাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে । **পদোন্নতি ঃ** সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসাবে ন্যূনতম ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে । চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(২) সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা টাঃ ১৮৫০-৩২২০ ।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** ডিপ্লোমা-ইন-পাবলিক হেলথসহ এম,বি,বি,এস পাশ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্চার কাজে অথবা চিকিৎসার কাজে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে ।
	পরিচ্ছন্ন শাখা ঃ (১) কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর টাঃ ৭৫০-১৫৫০ ।	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে এইচ, এস,সি পাশ । কঞ্জারভেন্সী কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে । **পদোন্নতি ঃ** কঞ্জারভেন্সী সুপারভাইজার পদে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা । চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে ।
	(২) সুপারভাইজার টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** এইচ,এস,সি পাশ । সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা ।
	(৩) সুইপার টাঃ ৫০০-৮৬০ ।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হইতে হইবে ।
	(১) মেডিক্যাল অফিসার টাঃ ১৮৫০-৩২২০ ।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** এম,বি,বি,এস পাশ । তবে প্রাথমিক-স্বাস্থ্য পরিচর্যা কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৩) সেনিটারী ইন্সপেক্টর টাঃ ৮৬০-১৭০০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** এইচ,এস,সি-সহ মেডিকেল টেকনোলজিতে সেনিটারী ইন্সপেক্টরশীপ। তবে ৩ বৎসরের কোর্স সম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া না গেলে ১ বৎসর বা সমমানের কোর্স সম্পন্নপ্রার্থীকে নিয়োগ করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে বেতনক্রম ৮৫০-১৭০০ হইবে। **পদোন্নতি ঃ** স্বাস্থ্য সহকারী পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(৩) কম্পাউন্ডার টাঃ ১০০০-২২৮০।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ কম্পাউন্ডারশীপ পাশ বা ফার্মাসিষ্ট কোর্সে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ পত্র প্রাপ্ত হইবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৪) স্বাস্থ্য সহকারী টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে এইচ,এস,সি পাশ (বিজ্ঞান বিভাগ/জীববিজ্ঞানসহ) বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৫) মিডওয়াইফ লেডি হেলথ ভিজিটর টাঃ ৮৫০-১৭০০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরিঃ** এস,এস,সি-সহ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে এল,এইচ,ভি সার্টিফিকেট কোর্স সমাপ্ত ।
	(৬) ড্রেসার টাঃ ৬০০-১২৮০ ।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** এস,এস,সি তৎসহ রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের সহিত ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।
	(৭) টিকাদান সুপারভাইজার টাঃ ৭০০-১৪১৫ ।	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশসহ বাস্তব অভিজ্ঞতা । **পদোন্নতি ঃ** টিকাদার হিসাবে ন্যুনতম ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে ।
	(৮) টিকাদানকারী টাঃ ৬৫০-১২৮০ ।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে মাধ্যমিক পাশ হইতে হইবে । টিকাদান কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।
	(৯) হেলথ ভিজিটর (লেডিহেলথ ভিজিটর) টাঃ ৭০০-১৪১৫ ।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** এস,এস,সি । অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে এ,এস,ডি সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হইতে হইবে ।
	পশু সম্পদ শাখা ঃ পশু চিকিৎসা কর্মকর্তা (ভেটেনারী অফিসার) টাঃ ২৮০০-৪৪২৫ ।	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে ।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী (ডি,ভি,এম) এবং ৭ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা । স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের জন্য ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬
					পদোন্নতি ঃ পশু চিকিৎসক হিসাবে ৭ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক হইতে হইবে।
	(২) পশু চিকিৎসক টাঃ ১৬৫০-৩০২০।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	১ম	**সরাসরি ঃ** পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক (ডঃ অব ভেটেরীনারী ম্যাডিসিন) ডিগ্রীধারী হইতে হইবে। বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
	(৩) কম্পাউন্ডার-কাম-অফিস সহকারী টাঃ ৮০০-১৬৫০	শতকরা ৫০ ভাগ সরাসরি এবং শতকরা ৫০ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** এইচ,এস,সি পাশ। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানে সার্টিফিকেটধারী হইতে হইবে। **পদোন্নতি ঃ** মাঠকর্মী হিসাবে ১০ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
	(৪) মাঠকর্মী টাঃ ৭০০-১৪১৫	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে এইচ,এস,সি পাশ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হইতে হইবে।
	(৫) কসাইখানা পরিদর্শক কাম-সিলম্যান টাঃ ৭৫০-১৫৫০।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৩য়	**সরাসরি ঃ** এস,এস,সি বিজ্ঞান এবং পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানে/সট সার্টিফিকেট পাশ হইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	(৬) মৌলভী	চুক্তি ভিত্তিক		৪র্থ	কারী অথবা হাফেজ হইতে হইবে।
	(৭) ক্লিনার টাঃ ৫০০-৮৬০	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি** ঃ ৮ম শ্রেণী পাশ।
	(৮) গার্ড (কসাইখানার জন্য) টাঃ ৫০০-৮৬০।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি** ঃ ৮ম শ্রেণী পাশ এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হইতে হইবে।
	(৯) গার্ড (পশু চিকিৎসকা শাখার জন্য) সরাসরি টাঃ ৫০০-৮৬০।	শতকরা ১০০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	১৮-৩০ বৎসর	৪র্থ	**সরাসরি** ঃ ৮ম শ্রেণী পাশ এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হইতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মুশফিকুর রহমান
সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।